***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 631 – 647*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্গত কাকদ্বীপ সাবডিভিশনে নারীর আর্থ-সামাজিক জীবনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব

বৈশালী গুহ মল্লিক
Email ID : baishaliguhamallick18@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

## Keyword

স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষমতায়ণ, ঋণ, সুদের হার, লোন, ব্যাঙ্কিং জ্ঞান, কর্মসূচী।

## Abstract

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর থেকে ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন চেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জন বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত গৃহীত অধ্যয়নগুলি "আয় বৃদ্ধি" বা "লিঙ্গ প্রভাব" এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি SHG-এর ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে। এই সমীক্ষায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার কয়েকটি গ্রাম সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করে SHG অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।সমীক্ষাটি গ্রামগুলিতে কাজ করছে এমন পাঁচটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করেছে, প্রতিটিতে ১০-১২ জন সদস্য রয়েছে। এই ভাবে, সমীক্ষাতে ৫০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল।আমাদের ফলাফলগুলি প্রকাশ করেছে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা মহিলাদের তাদের মূল্য ব্যবস্থা, বিশ্বাস এবং প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা এবং আয়ের উন্নতির তাদের কাছে বিশেষ মূল্য ছিল। SHGS-এর সদস্যরা এই কর্মসূচীতে যোগদানের পর ক্ষমতায়িত হয়েছে বলে মনে করে এবং নিজেদের মধ্যে কিছু দক্ষতা গড়ে তোলার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে।

## Discussion

**এক**

**ভূমিকা : গবেষণার প্রেক্ষাপট :**

দারিদ্র নারীর ক্ষমতায়নের পথে অন্যতম প্রধান বাধা হিসাবে লক্ষ্য করা যায় (শর্মা 2006 এ উদ্ধৃত)। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. এপি জে আব্দুল কালাম যুক্তি দিয়েছিলেন যে নারীর ক্ষমতায়ন একটি আদর্শ জাতি গঠনের পূর্বশর্ত।

1985 সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণাটি প্রবর্তিত হয়েছিল।[১] সেই সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে, নারীর অনুকূলে সম্পদ নিয়ন্ত্রণের সামাজিক ক্ষমতার পুনর্বন্টনের উপায় হিসেবে দেখা হয়েছে।[২] গ্রামীন ভারতের অনেক পরিবারেই নারীরা প্রধান উপার্জনকারী। পুরুষ সদস্যদের সাহায্য বা সমর্থন ছাড়াই তারা পরিবার চালাচ্ছে। ভারত সরকার তাই ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1997-2002) থেকে 'নারীদের ক্ষমতায়ন' অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। মহিলাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাড়ানোর জন্য এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবারের উন্নতির জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলি (SHGS) ভারতে অগ্রগনী ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয়। SHGS এর ধারণাটি 19700 এর দশকে নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুস দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল।[৩] এসএইচজি বলতে একটি দরিদ্র ছোট্ট দলকে বোঝায় সাধারণত 10 থেকে 20 জন মহিলা, যারা একই ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হন এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য তাদের সমস্যা সমাধানে একে ওপরকে সাহায্য করেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের দরিদ্রতম অংশগুলির মধ্যে সঞ্চয় ক্ষমতা বিকাশ করে যার ফলে স্বনির্ভরতা গড়ে ওঠে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা হ্রাস পায়। SHGS তাই, স্ব-টেকসই ক্ষুদ্র-অর্থায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের একটি কৌশল হিসাবে দেখা যেতে পারে যার লক্ষ্য নারী ঋণগ্রহীতাদের গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো, দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এবং নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রের সূচক উর্ধ্বমুখী শুরু করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, নাবার্ড এবং এনজিওগুলির নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে, যার লক্ষ্য দরিদ্রদের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা এবং সমাজে তাদের মর্যাদা উন্নত করা (নাবার্ড 2013)[৪]।এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সাধারণত সরকারী ভর্তুকি সহ ঋণ প্রদান করে। প্রক্রিয়াটি গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস, গ্রামীণ সঞ্চয় প্রচার এবং লাভজনক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এসএইচজি-এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় গতি প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর অস্তিত্বের তিন দশকেরও বেশি সময় পরে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য সময় এসেছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতের মত নারী স্বাবলম্বীতায় ঐতিহাসিক ভাবে সমৃদ্ধশালী দেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের মূল্যায়ন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

**অধ্যায়ণের সুযোগ :**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের জীবিকার ক্রিয়াকলাপ বা কর্মসংস্থান সম্ভাবনার দিগন্তকে প্রশস্ত করার জন্য সাধারণ স্কিম এবং কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে।

2020-21 আর্থিক বছরের জন্য, বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে 10,08,628 জন সুবিধাভোগী রয়েছে এবং এর মোট বাজেট বরাদ্দ রয়েছে 963.02 কোটি।[৫]

2020-21 সালে, স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKP) এর অধীনে, 4861 জন বেকার যুবককে সহায়তা করা হয়েছে এবং চলতি আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের জন্য 340 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।[৬]

2020-21 সালে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্প (WBSSP) এর অধীনে প্রায় 118175 জন উপকারভোগীকে 20 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।[৭]

'জাগো'-এর অধীনে, 8,82,827 টিরও বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে 5000 টাকা প্রতি SHG একটি প্রশংসা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।[৮] প্রাণবন্ত সচেতন মহিলা SHG সদস্যদের জন্য প্রশংসা হিসাবে 441.41 কোটি টাকা যারা কোভিড-19 মহামারী সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির সময়, বিচ্ছিন্নতা শিবির পরিচালনা এবং আম্ফান ধ্বংসযজ্ঞের পরে উল্লেখযোগ্য পরিষেবা প্রদান করেছেন।[৯]

সমাজসাথী প্রকল্পটি SHGS-এর সদস্যদের এবং তাদের পরিবারকে দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা সহায়তা প্রদান করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের একটি সংযুক্ত স্কিম স্বাস্থ্য সাথীর সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা এই স্কিমটি লক্ষ্য

গোষ্ঠীর সমস্ত হাসপাতালে ভর্তির খরচ কভার করে।[১০] 2020-21 সালের অর্থ বছরে এই প্রকল্পের জন্য কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এই সুবিধাটি এখন পর্যন্ত 72 সদস্যের কাছে বাড়ানো হয়েছে।[১১]

2020-21 সালের অর্থবছরে বিভাগের বাজেট বরাদ্দ রয়েছে রুপি। SHGS এবং স্বরোজগারীদের পণ্য, গোষ্ঠী এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের বিপণন প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণ-কাম-বিপণন কেন্দ্রগুলির জন্য 7 কোটি টাকা, এবং এই প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীর সংখ্যা 509।[১২] এই বিভাগটি রাজ্যে, জেলা এবং উপ-জেলা পর্যায়ে সবলা মেলা নামে বিশেষ বিপণন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 2020-21 সালে সবালা পরিচালনার জন্য এখনও পর্যন্ত 6.02 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।[১৩]

রাজ্য এই পরিকল্পনার অধীনে জেলা ও মহকুমা স্তরে প্রশিক্ষণ সহ বিপণন কমপ্লেক্স (কর্মতীর্থ) এবং সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র (সিএফসি) নির্মাণের প্রকল্প স্থাপনের জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের পণ্য বিপণনের জন্য। 2020-21 সালে এই প্রকল্পের জন্য 25 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।[১৪]

West Bengal Economical Review – 2020-2021 থেকে প্রাপ্ত এই তথ্য অনুসারে গ্রাম বাংলার মানুষদের বিশেষত মহিলাদের ক্ষমতায়ণে অনেক সাধু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বর্তমানে সুন্দরবনের গ্রামীণ এলাকায় 'Insider's view' থেকে SHGS এর ভূমিকা মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ণে কতোটা কার্যকরী হয়েছে সেই বিষয়টির মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করব।

**গবেষণার উদ্দেশ্য :**

সুন্দরবনের গ্রামীণ অঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে জানার চেষ্টা করব SHGS-এর প্রভাব তাদের অর্থসামাজিক অবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে। সেটি মূল্যয়ণের জন্য কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

- ✓ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদানের পিছনে কারণ কী?
- ✓ SHGS - এ যোগদানের ফলে কী তাদের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে?
- ✓ SHGS - এ যোগদানের পর কী সামাজিক ও পরিবারে অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়েছে?
- ✓ সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ণ সম্পর্কে তাদের ধারণা কী?

**গবেষণা পদ্ধতি :**

আমাদের উদ্দেশ্যের নিরিখেই নারীর ক্ষমতয়ণকে মূল্যয়ণ করার জন্য এটিকে আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণে ভাগ করে নিয়েছি। এই অঞ্চলের 5 টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিতে অন্তত 10 জন সদস্য নিয়ে 50 জন আমাদের গবেষণার অংশ। এদের আমরা SHGS সম্পর্কে জানার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই উদ্দেশ্যমূলক স্যাম্পলিং - এর মাধ্যমে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেছি। এদের প্রতিক্রিয়া সময়সূচি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা গ্রহণ করব।

**গবেষণার ক্ষেত্র :**

আমরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত কাকদ্বীপ সাবডিভিশনের অন্তর্গত বুধাখালি ও অক্ষয়নগর গ্রামপঞ্চায়েতে এই গবেষণাটি চালিয়েছি। এই উপলক্ষে 5 টি SHGS-এর সঙ্গে কথা বলেছি যাদের মোট সদস্য সংখ্যা অন্তত ৫০ জন এবং বয়সসীমা 20 থেকে 50 বছরের মধ্যে। SHGS গুলির নাম -

- ✓ সুমিতা স্ব-রোজগারী দল
- ✓ নবীণবরণ ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন
- ✓ পরী ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন
- ✓ মুক্তি ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন

- ✓ জ্যোতি ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন

**গবেষণার তাৎপর্য :**

এই গবেষণার মাধ্যমে এই নিদিষ্ট অঞ্চলের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপর SHGS গুলোর প্রভাব ও নারীর ক্ষমতায়ণ সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরী করতে পারি যার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো নারী ক্ষমতায়ণে SHGS -এর ভূমিকা সম্পর্কে।

**গবেষণার সীমাবদ্ধতা :**

- ✓ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সব সদস্যই মহিলা হওয়ায় একটি লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকেই গবেষণার ফলাফল আলোচনা করা হবে ফলে তা পক্ষপাতযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।
- ✓ সমীক্ষায় উত্তরদাতার পারিবারিক অবস্থানের উন্নতি কিংবা পরিবারে তার কথার গুরুত্ব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় অনেকই সঠিক ভাবে বলতে চান নি। বিষয়টি স্পর্শ কাতর হওয়ায় একাধিকবার প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। তাই এই বিষয়ে তথ্য কিছুটা অনুমানভিত্তিক।
- ✓ সংখ্যাতাত্ত্বিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে নমুনার পরিমাণ যত বেশি হয় ততো ফলাফল ভালো পরিস্ফুট হয়।
- ✓ Shg-এর কিছু নতুন সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য বলে মনে নি নমুনাগুলি বাদ দেওয়ায় নমুনা সংখ্যা কমেছে।

## দুই

**সাহিত্য পর্যালোচনা :**

এই অধ্যায়ে বর্তমান গবেষণা কাজের সাহিত্য পর্যালোচনা দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বই, নিবন্ধ, ম্যাগাজিন, জার্নাল এবং অন্যান্য প্রকাশিত উৎসের মাধ্যমে উপলব্ধ করা তথ্যের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যের পর্যালোচনা করা হয়।

সাহিত্যের পর্যালোচনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি গবেষককে অধ্যয়নের বিভিন্ন দিক বা তদন্তের সমস্যাগুলি বুঝতে সক্ষম করে। এই বিষয়ে উপলব্ধ নির্বাচিত সাহিত্য নীচে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- ✓ Galab S and Rao N.C.(2003) -এর "Women's Self-Help Groups, Poverty Alleviation and Empowerment" শিরোনামে গবেষণাপত্রটি আলোচনা করা হল। এই নিবন্ধে দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার মহিলাদের স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই নিবন্ধে কিছু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি প্রধানত রাজ্যে বাস্তবায়িত হওয়া দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মহিলা ভিত্তিক গোষ্ঠী মডেলগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি কী? দরিদ্র নারীরা কীভাবে দলে দলে সংগঠিত হয়? দলগুলো কিভাবে কাজ করে? আর দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে এসব মডেলের অবদান কী? এই গবেষণাপত্রে দারিদ্র্য এবং মহিলাদের উপর মডেলগুলির গঠন, কার্যকারিতা এবং প্রভাবের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।ক্ষমতায়ন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়।লেখক উপসংহারে এসেছেন যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে অংশগ্রহণ মহিলাদের ঋণের উপলব্ধিতাকে উন্নত করেছে।
- ✓ Mahendra Varman P. (2005) তার "Impact of Self-HelpGroups on Formal Banking Habits." শিরোনামের গবেষণাপত্রে ব্যাঙ্কিং অভ্যাসের উপর স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।নিবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ধারণের অবস্থার উপর ক্ষুদ্র-অর্থায়ন SHGS-এর প্রভাব পরীক্ষা করা। এই নিবন্ধটি সেকেন্ডারি ডেটার উপর ভিত্তি করে। তামিলনাড়ুর দুটি উপযুক্ত নমুনা গ্রাম থেকে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই নিবন্ধে গবেষকরা প্রকাশ

করেছেন যে ভারতে ক্ষুদ্রঋণ SHGS, যেগুলি অনানুষ্ঠানিক সংস্থাগুলির অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বাড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করে। এই গবেষণাপত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বৃদ্ধি এবং মহিলা ব্যাঙ্ক আমানত অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধির মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কগুলিতে অ্যাকাউন্ট ধারণকে প্রভাবিত করার প্রবণতা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।এই নিবন্ধে আর্থ-সামাজিক কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা ব্যক্তি এবং পরিবারের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত এবং ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট হোল্ডিং (ব্যাঙ্কিং অভ্যাস) নির্ধারণ করে। এই গবেষণাপত্রের বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে SHG-এর সদস্য হওয়া এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, SHGগুলিতে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।গবেষণাপত্রটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে সামগ্রিক SHGs এর কারণে আমানত অ্যাকাউন্টের ব্যবহার মহিলাদের আমানত অ্যাকাউন্ট ধারণ বৃদ্ধির কারণে হয়েছে।

- ✓ Sreeramulu G. (2006) "Empowerment of Women through Self-Help Groups" নিউ দিল্লির Kalpaz Publications-এর দ্বারা প্রকাশিত তার বই-এ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিবর্তন এবং এর ঋণ সুবিধা এবং তাদের অর্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন।লেখক প্রধানত নারীর ক্ষমতায়ন, অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত জেলার গ্রামীণ মহিলাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। এটি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সমস্যা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কভার করে এবং বেশ কিছু ব্যবস্থার পরামর্শ দেয়।
- ✓ Umashankar D. (২০০৬) তার প্রবন্ধ "Women's Empowerment: Effect of Participation in Self-Help Groups" -এ হরিয়ানার উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের জেলা মেওয়াতে অবস্থিত, একটি রাজ্য যা দুর্বল সামাজিক সূচকগুলির সাথে যুক্ত দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এবং মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কণ্ঠ দেওয়ার জন্য SHGs-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করে।
- ✓ Udupi P.S.(2008)তার M.Phil dissertation -এ "A Study of Women Self-Help Groups In Walwa Taluka, District Sangli" তে তিনি ওয়ালওয়া তালুকায় SHG-এর ইতিহাস এবং উন্নয়ন বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ তথ্যের মধ্যে রয়েছে SHG সম্পর্কে তথ্য, SHGS সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য, অভ্যন্তরীণ ঋণ, তহবিলের ব্যবহার, গোষ্ঠী ঋণের ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর অন্যান্য সমস্যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের মিশ্র স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী রয়েছে এবং মহিলারা তফসিলি জাতি, 83 শতাংশ মহিলা বিবাহিত।
- ✓ Reddy.A.R.(2008) "Self-Help Groups In India – A Catalyst For Women Economic Empowerment and Poverty Eradication" 33rd Global Conference Of Icsw, Tours (France) দ্বারা প্রকাশিত।নিবন্ধটির থিম হল ভারতে স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীগুলি মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক। এই গবেষণা পত্র প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি উৎস ভিত্তিক।এই গবেষণাপত্রে অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যে মহিলাদের উপর SHG-এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক দেখেছেন যে অন্ধ্র প্রদেশে স্বনির্ভর গোষ্ঠীপ্রভাব সবচেয়ে বেশি। এই নিবন্ধতে দেখা যাচ্ছে যে SHGগুলি ব্যাঙ্কগুলির সাথে যুক্ত হওয়ায় আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাক্সেসের উন্নতির কারণে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এই নিবন্ধগুলিতে উপসংহারে বলা হয়েছে যে অন্ধ্র প্রদেশে মহিলাদের স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলির উল্লেখযোগ্য সাফল্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্বব্যাংক বলেছে যে মডেলটি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং অন্যান্য দেশে প্রতিলিপি করা যেতে পারে।

- ✓ Kumar.B.(2009) তার বই "'Women Empowerment and Sustainable Development" Regal Publications, New দিল্লী দ্বারা প্রকাশিত। এই বইয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা,'নারী এবং টেকসই উন্নয়ন' এবং 'নারীর ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা' নিয়ে।
- ✓ Venkatesh J and Kala.K (2010) এর প্রবন্ধ "Empowerment Of Rural Women All The Way through Self-Help Groups",International Journal Of Management, Vol.l. দ্বারা প্রকাশিত দক্ষিণ তামিলনাড়ু-এর মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিস্তারিত আলোচনা করে।নিবন্ধর মূল উদ্দেশ্য হল SHG-তে যোগদানের পরে সদস্যদের আয়, ব্যয় এবং সঞ্চয় অধ্যয়ন করা। এই নিবন্ধে গোষ্ঠী সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্ঘ তহবিলের আবর্তন, ব্যাঙ্ক ঋণ, ঋণ পরিশোধ, সামাজিক ও সম্প্রদায়ের কর্মসূচী। লেখকেরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদানের পর নারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মাসিক গৃহস্থালির বহিঃপ্রবাহও যথেষ্ট পরিমাণে উন্নীত হয়েছে। গবেষণাপত্রটি উপসংহারে এসেছে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট সফল। এইভাবে উত্তর তামিলনাড়ুর স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ এলাকায় প্রসারিত হয়েছে।
- ✓ Bidnur V.V.( 2012) এর "Role Of Self-Help Group In Women's Life With Reference To Sangli, Miraj And Kupwad Corporation Area", 'Indian Streams Research Journal' Vol.l,Issue.Xii.দ্বারা প্রকাশিত নিবন্ধ -এ দারিদ্র্য হ্রাসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রভাবের প্রকৃতি এবং তাদের উন্নত কার্যকারিতায় অবদান রাখতে পারে এমন মূল কারণগুলি পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।লেখকরা যুক্তি দেন যে, এখন পর্যন্ত, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের উপর তাদের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত কার্যকারিতা দেখিয়েছে। নিবন্ধর মূল উদ্দেশ্য নমুনা উত্তরদাতাদের থেকে এর কারণগুলি অধ্যয়ন করা। এই গবেষণাপত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রের প্রধান ফলাফল হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদানের পর বেশিরভাগ নমুনা উত্তরদাতাদের মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণাপত্রটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে নারীরা এখন সমস্ত উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে এবং পুরুষদের সাথে সমান। নিঃসন্দেহে ভারতে SHG আন্দোলন সঠিক পথে কাজ করছে, তবে বিশেষ করে পরিবারের এবং সাধারণভাবে জাতির স্বার্থে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত বিষয়ে আরও বেশি সংখ্যক মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন।
- ✓ Thangamani S and Muthuselvi S. (2013) তাদের গবেষণা "A Study On Women Empowerment Through Self- Help Groups With Special Reference To Mettupalayam Taluka In Coimbatore District" শিরোনামে, 'Iosr Journal Of Business And Management, Volume 8, Issue 6 দ্বারা প্রকাশিত।এই গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীতে নারীদের অংশগ্রহণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই তাদের ক্ষমতায়নের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এই গবেষণা পত্রে উপসংহারে বলা হয়েছে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যক্রম বেশ সফল।

এই বই, জার্নাল, গবেষণাপত্র গুলি থেকে লক্ষ্য করা যায় যে কিভাবে নারীর ক্ষমতায়নে shg গুলি অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। গোষ্ঠীর মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করছে এবং রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন সম্পর্কে অবগত হয়ে উঠছে।

### তিন

**গবেষণা পদ্ধতি :** নিম্নলিখিত পদ্ধতিগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল –

**তথ্যের উৎস :** বর্তমান অধ্যয়নের জন্য ডেটার প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের উৎসের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

**প্রাথমিক তথ্য :** প্রাথমিক তথ্য গবেষণার প্রধান তথ্য-এর উৎস হিসাবে নেওয়া হয়েছে । ৫০ জন মহিলাদের থেকে সময়সূচি – এর মাধ্যমে উত্তরদাতাদের থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হল। সময়সূচিতে ওপেন-এন্ডেড এবং ক্লোজ এন্ডেড উভয় প্রকার প্রশ্নই করা হল। প্রাথমিক তথ্য নিয়ে কাজ করার সুবিধা হল নিদিষ্ট গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্যই সংগ্রহ করা হয়। সরাসরি সংগ্রহ করা হয় ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভুলতা সম্পর্কে নিসন্দেহ হওয়া যায়। এই তথ্য সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

যদিও এই তথ্য সংগ্রহ বেশি খরচবহুল এবং সময়সাপেক্ষ।

**সেকেন্ডারি ডেটা :** বিশ্লেষণটি মূলত ডেটার গৌণ উৎসর উপর ভিত্তি করে। প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যানগত তথ্য রেফারেন্স বই থেকে সংগ্রহ করা, জার্নাল এবং ইন্টারনেটে ইত্যাদি থেকে গৃহীত। এই তথ্য সংগ্রহ খুবই সহজসাধ্য, খরচ কম এবং সময়ও কম লাগে। এই তথ্য একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে সাহায্য করে। গৌণ তথ্য-এর বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। নিদিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে তথ্য পাওয়া যায় না। ডেটা মানের উপর গবেষকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।এই তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।

**গুণগত ডেটা :** গুণগত ডেটা হল গভীর সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি, ডায়েরি, নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের নোট, সমীক্ষার উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তর, অডিও-ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিং এবং ছবি অর্থাৎ অ-সংখ্যাগত তথ্য। মূলত সমীক্ষার সময় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে এবং বিভিন্ন জার্নাল, বই এর মত সেকেন্ডারি উৎস থেকে এই গবেষণায় গুণগত তথ্য পাওয়া যায়।

সংগৃহীত তথ্য একটি বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করে।এটি সংগ্রহ করার সময়, অংশগ্রহণকারীদের তদন্ত করা সুবিধা এবং সঠিক ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ডেটা উত্তরদাতার মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করে। গুণগত ডেটা ব্যবহার একটি অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং পদ্ধতিগতভাবে সংগৃহীত ডেটা সঠিক অনুমান করতে সহায়তা করে।

এই ডেটা সংগ্রহ করা বেশি সময়সাপেক্ষ। তথ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলিকে সাধারণীকরণ করা কঠিন।

**পরিমাণগত ডেটা :** এই গবেষণার ক্ষেত্রে মূলত সময়সূচির মাধ্যমে উত্তরদাতাদের কাছে থেকে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হল। এর জন্য ওপেন এন্ডেড-এর পাশাপাশি ক্লোজ এন্ডেড অনেক প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ণের মূল্যায়ন করা হবে।

পরিমাণগত ডেটা তুলনামূলকভাবে দ্রুত এবং সংগ্রহ করা সহজ, আপনাকে একটি বড় নমুনা আকার সংগ্রহ করা যায়। নমুনার আকার যত বড় হয়, সিদ্ধান্তগুলি তত বেশি নির্ভুল হয়। পরিমাণগত ডেটা পক্ষপাতের সম্ভবনা কম। এটি নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে অঙ্কনে জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংখ্যার বাইরে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় না এই তথ্য থেকে এবং মাঝে মধ্যে প্রাসঙ্গিকতার অভাবও দেখা যায়। এছাড়াও এই তথ্য সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য।

**নমুনা পদ্ধতি :**

SHGs সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য - এ Purposive Sampling নমুনা ব্যবহার করে নির্বাচিত করা হয়েছে। অধ্যয়নের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নমুনা সংগৃহের মাধ্যমে করা যাবে।উদ্দেশ্যমূলক স্যাম্পলিং বলতে নন-প্রবাবিলিটি নমুনা কৌশলগুলির একটি গ্রুপকে বোঝায় যেখানে ইউনিটগুলি নির্বাচন করা হয় কারণ তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি গবেষণার উদেশ্য অনুসারে নমুনায় প্রয়োজন। অন্য কথায়, উদ্দেশ্যমূলক নমুনাতে ইউনিটগুলি নিদিষ্ট "উদ্দেশ্যে" নির্বাচিত হয়।

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's*
*Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 631-647*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

যদিও নমুনা থেকে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত অনুমান করা সম্ভব নয়, উদ্দেশ্যমূলক নমুনা কৌশলের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করা নমুনা থেকে অন্যান্য ধরণের সাধারণীকরণ করতে ডেটা সরবরাহ করা যেতে পারে, যদি সেই সাধারণীকরণগুলি বৈধ হওয়ার জন্য অবশ্যই যৌক্তিক, বিশ্লেষণাত্মক বা তাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়। এই উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পরিচালনা করার জন্য অনেক কম সময়, অর্থ এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন। স্বল্প সংখ্যক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উত্তরদাতা যারা তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ তাদের কাছ থেকে প্রচুর ডেটা সংগ্রহ করা যায়।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা গবেষণার পক্ষপাতের প্রবণতা বেশি। সমীক্ষার জন্য লক্ষ্য জনসংখ্যার বিষয় সম্পর্কে মনোভাব, মতামত বা প্রকাশের বৈচিত্র সম্পর্কে সচেতন না হন তবে সঠিক তথ্য দিতে পারে এমন ইউনিটগুলি সনাক্ত করা এবং নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন।

**গবেষণার ক্ষেত্র :**

আমরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত কাকদ্বীপ সাবডিভিশনের অন্তর্গত বুধাখালি ও অক্ষয়নগর গ্রামপঞ্চায়েতে এই গবেষণাটি চালিয়েছি। এই উপলক্ষে 5টি SHGS-এর সঙ্গে কথা বলেছি যাদের মোট সদস্য সংখ্যা অন্তত ৫০ জন এবং বয়সসীমা 20 থেকে 50 বছরের মধ্যে। SHGS গুলির নাম -

- ✓ সুমিতা স্ব-রোজগারী দল
- ✓ নবীণবরণ ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন
- ✓ পরী ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন
- ✓ মুক্তি ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন
- ✓ জ্যোতি ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন

## চার

**তথ্য বিশ্লেষণ ও কেস স্টাডি :**

**সমীক্ষার ফলাফল :** গবেষণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি বিশেষ উদ্বেগ বা গবেষণা সমস্যা সম্পর্কিত অধ্যয়নের যত্নশীল বিবেচনা করে। অর্থাৎ গবেষণা হল একটি পদ্ধতিগত অনুসন্ধান যা পর্যবেক্ষিত ঘটনাকে বর্ণনা, ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়।এই গবেষণার মূল বিষয় হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাবে মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করা।

**উত্তরদাতাদের ডেমোগ্রাফিক ডেটা :** উত্তরদাতা মহিলাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্যা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটি মাথায় রেখে, এই গবেষণায় 50 জন উত্তরদাতার বয়স, শিক্ষা, বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে সেট করা হয়েছে এবং নিচে দেওয়া হল -

**সারণী** 1. উত্তরদাতাদের ডেমোগ্রাফিক ডেটা

| বয়স | 18-27 | 3 | 6% |
|---|---|---|---|
| | 28-37 | 20 | 40% |
| | 38-47 | 22 | 44% |
| | 48 এর উপরে | 5 | 10% |

| শিক্ষা | মাধ্যমিক নিচে | 18 | 36% |
|---|---|---|---|
| | মাধ্যমিক | 25 | 50% |
| | মাধ্যমিকের ঊর্ধ্বে | 7 | 14% |

| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত | 30 | 60% |
|---|---|---|---|
| | অবিবাহিত | 9 | 18% |
| | অন্যান্য | 11 | 22% |

বয়স অনুসারে, সারণী 1 দেখায় যে উত্তরদাতাদের একটি বেশিভাগ সংখ্যক (84 শতাংশ) 28 থেকে 47 বছরের কম বয়সী যারা সঙ্গে যুক্ত। এই বয়স গোষ্ঠীর মহিলাদেরই সবথেকে বেশি সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাই সাধারণত এই বয়স বন্ধনীকে সর্বদা আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

শিক্ষারমান ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশিরভাগ মহিলারাই সুন্দরবন অঞ্চলের খুব বেশি শিক্ষিত নয়।তা সত্ত্বে তারা SHGs গুলির মাধ্যমে পরিবারের খরচ সাহায্য করে।

এছাড়াও, উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা দেখায় যে, উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি (60%) বিবাহিত। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, SHG –তে যোগদানের প্রবণতা বিবাহিত মহিলাদের মধ্যেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণায় লক্ষ্য জনসংখ্যার বেশিরভাগ বিবাহিত হওয়ায় পরিবারের আর্থিক অবস্থায় তাদের অবদান এবং পরিবারে তাদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পেতে সাহায্য হয়।

**4. 2 SHGs- তে অংশগ্রহণ করার কারণ 2022-23 :**

**সারণী** 2. উত্তরদাতাদের SHGs-এ যোগদানের কারণ সম্পর্কে বক্তব্য

| ক্রমিক সংখ্যা | বক্তব্য | মোট উত্তরদাতার সংখ্যা | সহমত | উত্তরদাতার শতকরা ভাগ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | কম সুদেরহারে ঋণ | **50** | **25** | **50** |
| 2 | পরিবারের খরচ সামলানোর জন্য | **50** | **10** | **20** |
| 3 | পরিবারকে সাহায্য করা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি | **50** | **6** | **12** |
| 4 | পুরনো ঋণ পরিশোধে | **50** | **4** | **8** |
| 5 | স্বামীর কথায় | **50** | **3** | **6** |
| 6 | স্বউন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য | **50** | **2** | **3** |

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's*
*Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 631-647*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*
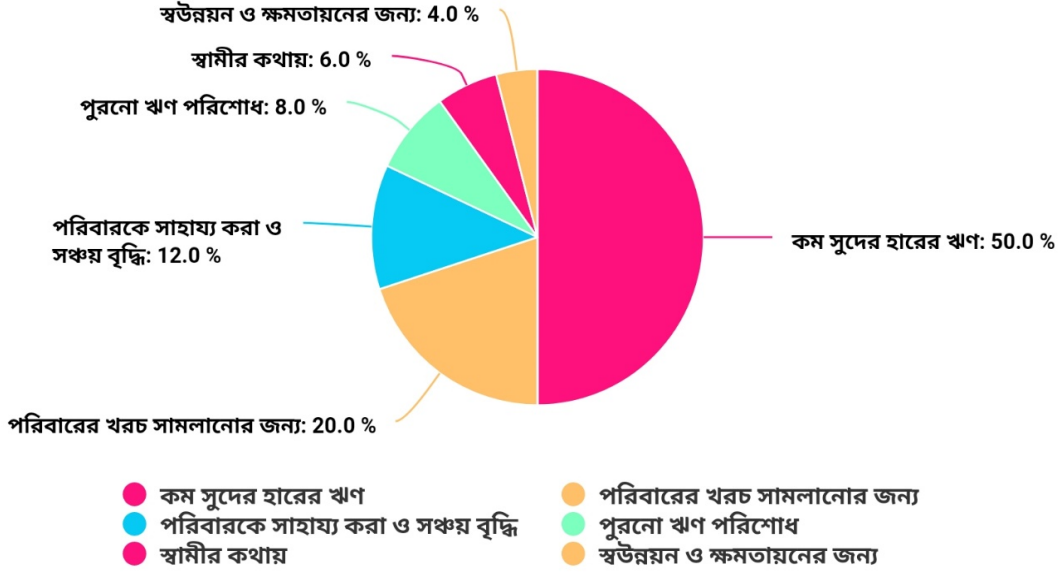
সারণী 2 থেকে সুন্দরবনের এই অঞ্চলে মূলত মহিলাদের SHGs-এ অংশগ্রহণ করার কারণ হিসাবে কমসুদের হারে ঋণ প্রাপ্তি(50%)কেই উল্লেখ করা যায়। তাছাড়াও পরিবারের খরচের কিছুটা ভার লাঘব করা (20%) ও অন্যতম হিসাবে জানতে পারা যায়।আরও বেশকিছু কারণ এই সমীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসে। যেমন-পরিবারকে সাহায্য করা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি(12%), পুরনো ঋণ পরিশোধে(8%), স্বামীর কথায়(6%)  এবং স্ব-উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য(4%)।

**4. 3 SHGs-গুলিতে অংশগ্রহণের পূর্বে ও পরে আয় :**

সারণী 3. উত্তরদাতাদের SHGs-তে অংশগ্রহণের পূর্বে ও পরে আয়

| **মাসিক আয়** | **SHGs-এর পূর্বে** | | **SHGs-এর পরে** | |
|---|---|---|---|---|
| | **উত্তরদাতার সংখ্যা** | **উত্তরদাতার শতকরাভাগ** | **উত্তরদাতার সংখ্যা** | **উত্তরদাতার শতকরাভাগ** |
| কোনো আয় নেই | 27 | 54 | - | - |
| 1,000-এর কম | 5 | 10 | 22 | 44 |
| 1,000-2,000 | 10 | 20 | 16 | 32 |
| 2,000-5,000 | 6 | 12 | 8 | 16 |
| 5,000-এর বেশি | 2 | 4 | 4 | 8 |
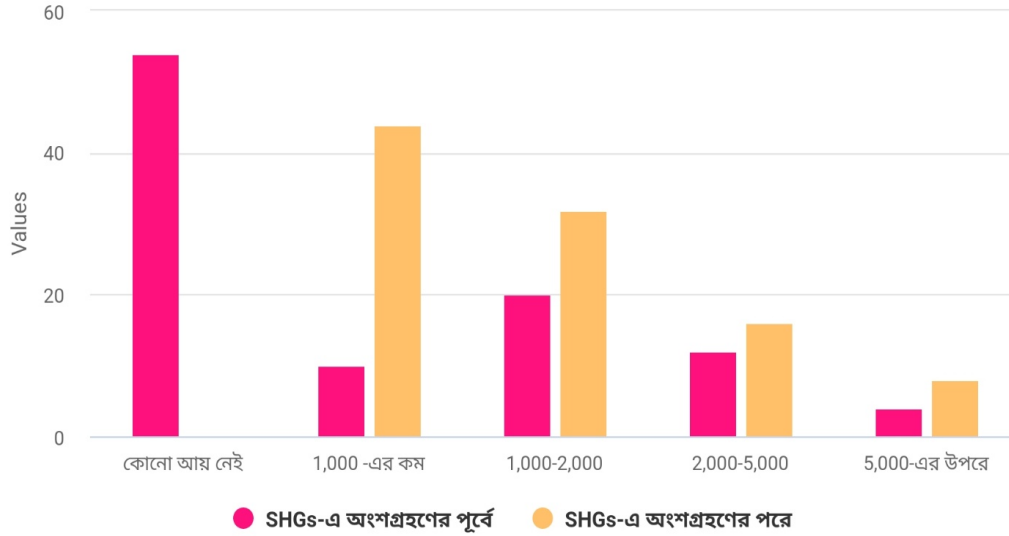
গবেষণার এই অংশে, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের আগে ও পরে আয় অর্জনের বিষয়ে উত্তরদাতাদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি ধরনা করার চেষ্টা করার হয়েছে। সারণী ৩ অনুসারে SHGs অংশগ্রহণের আগেও দেখা যায় 50 জনের মধ্যেই 27 জনের অর্থাৎ অর্ধেকের ও বেশি মহিলাদের (54%) কোনো আয়ের সংস্থা ছিলোনা। 1,000 টাকার নীচে আয় ছিল 50 এর মধ্যে ৫ জনের(10%) এবং 1,000 টাকার উপরে মাসিক আয় ও ছিল  মাত্র 18 জন(36%) মহিলার। SHGs গুলিতে অংশগ্রহণের পরে দেখা যায় প্রত্যেক জনই কিছু না কিছু অর্থ উপার্জন করছেন।1,000 টাকার নীচে আয় 22 জন অর্থাৎ 44% মহিলাদের। 1,000-2,000 টাকা মাসিক আয় 16 জনের (32%) এবং 2,000 টাকার বেশি আয় 12 জন (24%) মহিলার।

**4. 4 স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবিকা এবং SHGs-এর প্রভাব :**

সারণী 4. উত্তরদাতাদের জীবিকা এবং তাতে SHGs গুলির প্রভাব

| জীবিকা | উত্তরদাতাদের সংখ্যা | SHGs গুলি জীবিকা বা আয়ের ক্ষেত্রে মহিলারদের উপযোগী হয়েছে। | |
|---|---|---|---|
| | | সহমত | অমত |
| | | | |
| কৃষি উৎপাদন | 14 | 12 | 2 |
| হস্তশিল্প | 12 | 12 | - |
| দোকান-কর্মী | 8 | 5 | 3 |
| ব্যবসায়ী উদ্যোগ | 9 | 8 | 1 |
| অন্যান্য | 7 | 4 | 3 |

সারণী 4 থেকে লক্ষ্য করা যায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা বেশির ভাগই(41 জন অর্থাৎ 82%) মনে করে উপার্জনের  ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যেমে শেখা দক্ষতাগুলি উপযোগী।

**4.5 স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সদস্যদের প্রাপ্ত লোনের পরিমাণ :**

সারণী 5. উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত লোনের পরিমাণ

| প্রাপ্ত লোনের পরিমাণ | উত্তরদাতার সংখ্যা | উত্তরদাতার শতকরাহার |
|---|---|---|
| 10,000-এর কম | 12 | 24 |
| 10,000-15,000 টাকা | 19 | 38 |
| 15,000- 20,000 | 10 | 20 |
| 20,000-এর উপর | 9 | 18 |

গবেষণার সমীক্ষার সময় উত্তরদাতাদের কাছের থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় যে SHGs গুলিতে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত লোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মহিলাদের 76 শতাংশের ও বেশি 10,000 টাকার ও বেশি লোন পেয়েছেন।

**4. 6 ক্ষমতায়নের সূচক :**

সারণী 6. উত্তরদাতাদের থেকে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে SHGs -এর মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিশ্লেষণ

| ক্ষমতায়নের সূচক | সম্মত | | অসম্মত | | কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | উত্তরদাতার সংখ্যা | উত্তরদাতার শতকরাহার | উত্তরদাতার সংখ্যা | উত্তরদাতার শতকরাহার | উত্তরদাতার সংখ্যা | উত্তরদাতার শতকরাহার |
| আয় বেড়েছে | 45 | 90 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| দক্ষতার উন্নয়ন | 34 | 68 | 6 | 12 | 10 | 20 |
| পরিবার ও সমাজে অবস্থানের উন্নতি | 38 | 76 | 8 | 16 | 4 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন | 40 | 80 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| বক্তব্য ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতার উন্নতি | 35 | 70 | 2 | 4 | 13 | 26 |
| স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি | 46 | 92 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ব্যাংকিং সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি | 48 | 96 | - | - | 2 | 4 |
| আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি | 40 | 80 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি | 36 | 72 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| গ্রাম ও পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি | 32 | 64 | 10 | 20 | 8 | 16 |
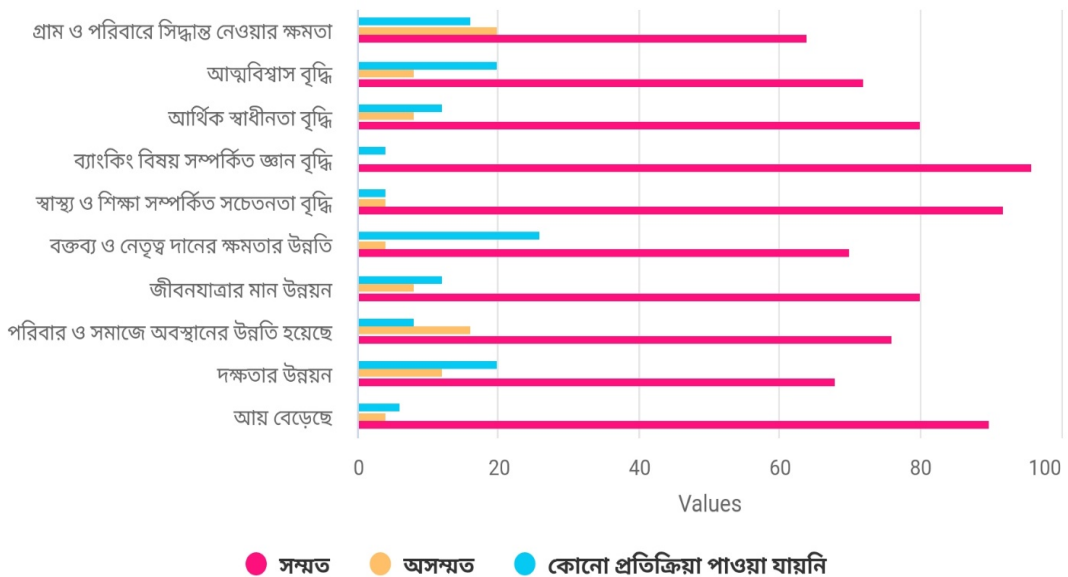
সারণী 6 থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষ্য করার যায় SHGs-এ অংশগ্রহণের ফলে 50 জন মহিলাদের মধ্যে 45 জন (90%) -এর মত যে তাদের আয় বেড়েছে। 68% মহিলাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটছে। 76% মহিলা উপলব্ধি করছেন পরিবার ওসমাজে তাদের অবস্থাগত উন্নতি হয়েছে। 80% SHGs- এর মহিলা সদস্যরাদের আগের তুলনায় জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। বক্তব্য এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতার উন্নতি হয়েছে বলে আমি করেন 70% মহিলারা। SHGs-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন 92%। বেশিরভাগ মহিলারাই (96%) মনে করেন SHGs – এর অভিজ্ঞতার ফলে তাদের ব্যাংকিং সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। 80% মহিলার আর্থিক স্বাধীনতা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই (72%) করেন বেশি আত্মবিশ্বাসী। 64% মহিলা মনে করেন গ্রাম ও পরিবারে তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

**কেস স্টাডি :**

একটি কেস স্টাডিকে একজন ব্যক্তি, একটি গোষ্ঠী বা একটি ইউনিট সম্পর্কে একটি নিবিড় অধ্যয়ন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যার লক্ষ্য একাধিক ইউনিটের উপর সাধারণীকরণ করা।

**কেস স্টাডি - 1 :** গীতা দেবী 2006 সালে গঠিত একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রী। এছাড়াও গীতা দেবী বুধাখালী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নেতৃত্ব দেন যা বুনন এবং সেলাই শেখানোর পাশাপাশি পণ্য বিক্রির একটি গ্রামের দোকান পরিচালনা করে সঙ্গে সবলা মেলাতে ও যোগ দেন । আত্মবিশ্বাসী, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতা সম্প্রদায়ের অনেক যুবতী মহিলাদের জন্য একটি রোল মডেল, এবং তবুও এটি সর্বদা এমন ছিল না।

গীতার স্বামী 2002 সালে তার বিবাহের তিন বছর পরে তার একটি ছোট ছেলের রেখে মারা যান।পরিবারকে সাহায্য করার জন্য গীতা জন্য সেলাই -এর কাজ শুরু করে এবং পরে এই কাজের হাত ধরেই SHG তে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে তার পরিবার সহায়ক ছিল না কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছিল যে কীভাবে তার আয় পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আজ গীতা তার নিজের বাড়ি কেনা, তার ব্যবসার প্রসার এবং তার ছেলেকে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছে। কিন্তু গীতার জন্য অন্য নারীদের দুর্দশায় সাহায্য করা তার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা এবং যারা এটি বহন করতে পারে না তাদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

**কেস স্টাডি - 2 :** রাধা দেবী একটি সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্গত অক্ষয়নগরের মুক্তি নারী রুরাল লাইভলিহুড মিশন shg -এর নেত্রী, যার মধ্যে 12 জন সদস্য রয়েছে। রাধা বলেন কিভাবে তিনি বলেন যে প্রথম বিয়ে করার সময় তার আত্মবিশ্বাস কম ছিল এবং খুব কমই ঘর থেকে বেরোতেন। SHG-এ যোগদানের পর থেকে তিনি বলেছেন যে তিনি ক্রমে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন ।

স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী কর্মসূচির মাধ্যমে রাধা একটি বায়ো-গ্যাস ইউনিট সম্পর্কে শিখেছে এবং ইনস্টল করেছে। তিনি রান্নার জন্য পরিষ্কার শক্তি এবং তার জমির জন্য জৈব কম্পোস্ট তৈরী করছেন ।

রাধা মনে করেন SHG সদস্যতার সাথে যুক্ত প্রধান সুবিধা হল একটি দল হিসাবে মহিলাদের শক্তি। তিনি বলেছেন যে মহিলারা আর যা মনে করেন তা বলতে ভয় পান না এবং তারা একে অপরকে প্রেরণার মাধ্যমে ব্যক্তি হিসাবে যতটা না পারে তার চেয়ে গোষ্ঠী হিসাবে অনেক বেশি অর্জন করতে পারে।

**কেস স্টাডি - 3 :** শেফালী দাস, সুমিতা স্বরোজগারীদল SHG- এর অন্যতম সদস্য। শেফালী দেবী বলেন তিনি বিয়ের 2বছর পর shg তে অংশগ্রহণ করার পরই বাকি সদস্যদের উৎসাহে প্রথম সেলস-পারসন হিসাবে কাজ শুরু করেছিলন ।

Shg -এর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি সেলাই, মাস্ক তৈরী, ব্যাগ তৈরী, জৈব সার তৈরী, মাসরুম চাষ প্রভৃতি শিখছেন । এর মধ্যে তাদের দল গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ব্যাগ তৈরীর অর্ডার ও পেয়েছেন।তার মতে মেয়েদের পরিবারে যেমন সহায়তা করা উচিত তেমনি নিজস্ব সঞ্চয়ও থাকা উচিত।

**কেস স্টাডি - 4 :** মিতালী সাহা বারো বছর ধরে জ্যোতি নারী রুরাল লাইভলিহুড মিশন shg-এর সঙ্গে যুক্ত।তিনি মূলত স্বামীর ঋণ পরিশোধের জন্য shg- তে যোগ দিলেও তার মতে তিনি বহু তথ্য জেনেছে এবং অন্যদেরও অবগত করতে সক্ষম হয়েছেন ।
তিনি বিভিন্ন সরকারী সহায্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছেন sgh- এর বিভিন্ন ওয়ার্কশপে। কোভিড-19 এর সময় তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এর সম্পর্কে প্রচার চালিয়েছেন যার জন্য তারা সরকারের তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা প্রশংসা অনুদান পেয়েছেন।

সারণী ও কেস স্টাডি গুলো থেকে লক্ষ্য করা যায় যে sgh-তে অংশগ্রহণের পরে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও পরিবার বা গ্রামে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সেই অনুসারে বৃদ্ধি পায়নি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে নারীর সামাজিক উন্নতির জন্য আরও কর্মসূচি গ্রহণ করতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

## পাঁচ

**আলোচনা ও সুপারিশ :**
স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে অংশগ্রহণের কারণ হিসবে মূলত দেখতে পেয়েছি সাংসারিক অনটননের কারণে কম সুদের হারে ঋণের উপলব্ধিতার জন্য, পরিবারের খরচখরচা সামলনোর জন্য,পরিবারের সঞ্চয়বৃদ্ধির জন্যও পরিবারের মহিলারা SHG গুলিতে যোগ দিয়েছন। কিছু মহিলারা স্বামীর কথায় ও পুরানো ঋণ পরিশোধের জন্যও যোগদান করেছেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এইসব কারণে যোগদান করলেও shg-এর প্রতি তাদের প্রত্যাশা তাদের মূল কারণকে অতিক্রম করে গেয়েছে। সংরক্ষণশীল সুন্দরবন অঞ্চলের এই মহিলারা পারিবারিক গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে sgh তে একটি গোষ্ঠী পরিবারের মত পরস্বপরের সাহায্য করছে। 50 শতাংশেরও বেশি মহিলা যাদের কোনো আয় ছিল না shg-তে অংশগ্রহণের তাদের 44%-এর কোনো না কোনো আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে এবং 48 শতাংশের মাসিক আয় 1,000 এরও বেশি। সুতরাং এটা বলাই যায় shg-তে অংশগ্রহণের ফলে এই সব মহিলাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তারা কিছুটা হলেও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদানের পর তাদের নেতৃত্বেদানের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে তারা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছে পরিবার ও গ্রামের প্রয়োজনে। মূলত পরিবারকে একটা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কারণেই পরিবারে তার কথা গুরুত্ব পেলেও গ্রাম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে সংরক্ষণশীল মনোভাবই তার প্রধান কারণ বলে মনে হয়েছে।

সুন্দরবনের এই অঞ্চলের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বেশিরভাগই অল্পশিক্ষিত এবং বিবাহিত তাদের মতে আর্থিক ক্ষমতায়ণ হল অল্প হলেও নিজস্ব রোজগার। shg থেকে লোন নিয়ে তারা কেউ বাড়ি করছে, কেউ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কিংবা জমি কিনেছে, সংসার প্রতিপালন করছে, তাই তাদের আর্থিক ক্ষমতায়ণ। আগের তুলনায় সামাজিক সম্মান বাড়লেও সামাজিক ক্ষমতায়ণের জন্য এখনও বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

লিঙ্গসমতা সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে এই মহিলাদের মধ্যে দিয়ে এই সচেতনতা পরিবার ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। নারীসুরক্ষা ও অধিকার সম্পর্কিত আইনগুলি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অবগত করাতে হবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরী পণ্য বিক্রির জন্য আরও ভালো বাজার সংযোগ দাওয়া উচিৎ এবং পণ্য তৈরীর জন্য আরও অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে।

এই মহিলাদের জন্য আরও বেশি সংখ্যক ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে যাতে পণ্যের গুণগত মান, উৎপাদনের পরিমান এবং দক্ষতা বজায় থাকে।

Shg সদস্যদের মধ্যে ও বাইরে লেনদেনের জন্য রেকর্ড এবং একাউন্ট বই সুষ্ঠভাবে রাখার কাজটা আরও বিশদে shg -এর প্রতিটি সদস্যকে শেখান।

## Reference :

১. REPORT OF THE CONFERENCE TO REVIEW AND APPRISE APPRAISE THE ACHIEVEMENTS OF THE UNITED NATIONS DECADE FOR WOMEN:EQUALITY, DEVELOPMENT AND PEACE. United Nations Publication. Report no. A/CONF. 116/28/Rev. 1, UN,1986. p. 84 (para-351)

২. ibid p. 85 (para-355)

৩. Islam and Brahmachary. Impact of Self-Help Groups on Socio-Economic Development of Women in Assam: A Review of Studies. 2023. p.92

৪. NABARD 2020-21. Annual Report.National Bank for Agriculture and Rural Development, Government of India. Mumbai. 2023. p.41

৫. ECONOMIC REVIEW 2020-21. Department of Planning & Statistics Government of West Bengal. 2021. p.120

৬. ibid p.120

৭. ibid p. 120

৮. ibid p. 120

৯. ibid p. 120

১০. ibid p. 120

১১. ibid p. 120

১২. ibid p. 120

১৩. ibid p. 120

১৪. ibid p. 120

## Bibliography :

Alka S. June 2005. Women's Self Help Group: Findings from a study in four Indian States. Council for Social Development Vol 35 No. 2, 156-164

Panda SM. September 2000. Women Empowerment Through NGO Intervention A Framework for Assessment, Council for Social Development 44-63

Kondal K January. 2004. Women Empowerment through Self Help Group in Andhra Pradesh, India International Research Journal of social Sciences, Vol 3 (1).13-16

Islam Md Anowarul (2021) Impact of Self-Help Groups on Socio-Economic Development of Women in Assam: A Review of Studies

Kumaran, K. P. 2002. Role of Self Help Groups in Promoting Micro Enterprise through Micro Credit: An Empirical. Journal of Rural Development

Lenka, C. And Y. Mohanta. 2015. Empowerment of women through participation in Self Help groups – A study in tribal area. International Journal of Extension and Commation Management

NABARD 2013. Annual Report, Mumbai, National Bank for Agriculture and Rural Development, Government of India.

ECONOMIC REVIEW 2020-21. Department of Planning & Statistics Government of West Bengal.

Sinha, D. 2005. Empowering women: A catalyst in social development. New Delhi, Serials Publications.

Sobral, Dejano T. 1997. Improving Learning Skills: A Self-Help Group Approach. Higher Education